৪৩তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এর সিলেবাস

ECONOMICS
Subject Code: 331
Total Marks: 100

১. ক্ষুদ্র অর্থনীতি (Micro Economics) ও বৃহৎ অর্থনীতি (Macro Economics)। কেইনসীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বের মূল ধারণা এবং অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে এর প্রাসঙ্গিকতা।

২. যোগান ও চাহিদার ধারণা, এগুলোর নির্ধারক উপাদান, এবং চাহিদা ও যোগানের বিভিন্ন প্রকার স্থিতিস্থাপকতা ও তার পরিমাপ।

৩. উপযোগিতার ধারণা – কার্ডিনাল ও অর্ডিনাল দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের আইন এবং সমপ্রান্তিক নীতি।

৪. উদাসীনতা বক্ররেখা (Indifference Curve) বিশ্লেষণ – এর বৈশিষ্ট্য, ভোক্তার সাম্যাবস্থা, আয় ও প্রতিস্থাপন প্রভাব এবং মূল্য প্রভাব।

৫. উৎপাদন ব্যয়ের বিশ্লেষণ – উৎপাদন ফাংশন, আইসোকোয়ান্ট, স্কেলে ফেরত, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যয় বক্ররেখা এবং উৎপাদকের সাম্যাবস্থা।

৬. সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য নির্ধারণ – প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি সাম্যাবস্থা। একচেটিয়া বাজার, অলিগোপলি বাজার ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ।

৭. বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব – ভাড়া, মজুরি, সুদ ও মুনাফা নির্ধারণ।

৮. বিভিন্ন ধরনের ফাংশন – সরলরেখা, দ্বিঘাত, অতিপার্ব্ব, সূচকীয় ও লগারিদমিক ফাংশন। ফাংশনের গ্রাফ, সরল রেখার সমীকরণ, আয়তক্ষেত্রাকার অতিপার্ব্ব, স্থানাঙ্ক নির্ণয় ও বিন্দুর অবস্থান।

৯. জাতীয় আয়ের ধারণা, জাতীয় আয় অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি, নামমাত্র আয় ও প্রকৃত আয়।

১০. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব – বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা, তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব, হেকশার-ওহলিন তত্ত্ব, বাণিজ্যের শর্তাবলি, বাণিজ্য থেকে লাভ, শুল্ক এবং এসবের যৌক্তিকতা।

১১. বিশ্বায়ন – এর প্রয়োজনীয়তা, উন্নয়নশীল দেশের ওপর প্রভাব, এবং WTO কাঠামোর অধীনে বিশ্বায়ন।

ECONOMICS

Part–II

Marks – 50

১. উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বলতে কী বোঝায়, অনুন্নয়নের মূল কারণগুলো কী এবং সেগুলো দূর করার উপায় কী হতে পারে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে কী বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং ভবিষ্যতে এর উন্নয়নের সম্ভাবনা কতটা।

২. বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে জড়িত বড় বড় সমস্যা – দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, আয়-সম্পদের বৈষম্য, নারী-পুরুষ বৈষম্য, সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি ও দারিদ্র্য।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্বনীতির ভূমিকা – সরকারের বাজেট, কর আদায়, ঋণ নেওয়া ও ঋণ শোধ করার প্রভাব।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুদ্রানীতির ভূমিকা – কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, পিকেএসপি, এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অবদান। মানি মার্কেট, ক্যাপিটাল মার্কেট, ঋণনীতি, বিনিময় হার নীতি এবং টাকার অবমূল্যায়ন কীভাবে প্রভাব ফেলে।

৫. রপ্তানি ও আমদানির বৃদ্ধি, বাণিজ্যের শর্ত, বাণিজ্য ভারসাম্য, বৈদেশিক সহায়তা এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য।

৬. বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপির কাঠামোর পরিবর্তন (১৯৭২–২০০৫) – কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান।

৭. বাংলাদেশের কৃষির কাঠামোতে পরিবর্তন (১৯৭২–২০০৫) – ফসল, গবাদিপশু, মৎস্য ও বন খাতের ভূমিকা। জমি ব্যবহারের ধরণ, কৃষি উৎপাদনশীলতা, সংস্কার এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

৮. বাংলাদেশে শিল্পায়ন (১৯৭২–২০০৫) – বৃহৎ শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা। তৈরি পোশাক (RMG) শিল্প এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার।

৯. বাংলাদেশের সেবা খাতের বৃদ্ধি (১৯৭২–২০০৫) এবং এর গুরুত্ব।

১০. উন্নয়ন পরিকল্পনা – সরকারি খাত বনাম বেসরকারি খাতের ভূমিকা, পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা, BDF ও PRSP।

১১. বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের অর্থনীতি – WTO কাঠামোর ভেতরে থেকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ।